দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 6 JAN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... ৩ কলাম ...

অর্ধেক জনগোষ্ঠী এখনো নিরক্ষর

প্রাথমিক শিক্ষা থেকে প্রতিবছর ঝড়ে পড়ছে ২২ লাখ শিশু

নতুন সরকারের সামনে নানা চ্যালেঞ্জ

॥ নিজামুল হক ॥

অর্ধেক জনগোষ্ঠী নিরক্ষর থাকার পরও প্রতিবছর ২২ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার স্তর সমাপ্ত হবার আগেই ঝরে পড়ছে। শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো যাচ্ছে না। এ কারণে প্রতিবছই নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বাড়ছে। অন্যদিকে দেশের ১৯ হাজার গ্রামে কোন বিদ্যালয় নেই। হাওর এলাকা, প্রতিবন্ধী, চা জনগোষ্ঠীসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করতে নানা বেগ পেতে হচ্ছে সরকারকে। এসব নানামুখী প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করতে বর্তমান সরকারকে নানা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন।

নির্বাচনী ইশতেহারে নবনির্বাচিত সরকার ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে প্রকৃত ভর্তির হার শতভাগে উন্নীত এবং ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছে। পাশাপাশি স্নাতক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক, পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মাধ্যমিক স্কুল এবং ঢাকায় প্রতিটি থানায় মাধ্যমিক হাইস্কুল প্রতিষ্ঠাসহ শিক্ষা উন্নয়নে নানামুখী পরিকল্পনার কথা ঘোষণা দিয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রাজনৈতিক সরকারের পক্ষে অনেক কাজই করা সম্ভব। তবে এ কাজে সঠিক কর্মপরিকল্পনা এবং সদিচ্ছা থাকতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকার গঠনের পর ব্যস্ততা, দলীয় স্বার্থ আদায়সহ নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে রাজনৈতিক সরকারগুলো। ইশতেহারের বিষয়গুলো ভুলে যায়। এর মধ্যে থেকেও শিক্ষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরকে বাঁচিয়ে রাখতে, দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে শিক্ষার মান উন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন জরুরি হয়ে পড়বে। মানব উন্নয়ন সূচক এবং গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট-২০০৯-এ বলা হয়েছে, বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৫২ শতাংশ। আবার (১৯শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষা থেকে

(২০ পৃঃ পর)

ইউনেস্কো ইনস্টিটিউট অব স্ট্যাটিসটিকস, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৪৭ শতাংশ। এর মধ্যে ৫৪ শতাংশ পুরুষ এবং মহিলা ৪১ শতাংশ। ২০০৫ সালের ইউনেস্কো ও ঢাকা আহছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৪১ দশমিক ৫ শতাংশ। এসব তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলাদেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী এখনও নিরক্ষর। দেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ কোটি। এই জনসংখ্যার মধ্যে ১৫ বছরের বেশি অর্থাৎ বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৯ কোটি। সাক্ষরতার হার অনুযায়ী দেশে এখনও সাড়ে ৪ কোটি লোক নিরক্ষর। নতুন সরকার ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চাইলে আগামী ৬ বছরের মধ্যে সাড়ে ৪ কোটি মানুষকে সাক্ষর করে তুলতে হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বদরুল আলম তরফদার বলেন, রাজনৈতিক সরকারগুলোর নানা পরিকল্পনা থাকে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে এ কাজগুলো করা সম্ভব হতেও পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, এত অল্প সময়ে প্রকৃত ভর্তির হার শতভাগ এবং ২০১৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা সম্ভব নয়। তবে তারা এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করছে তা ভাল। তিনি বলেন, সরকারের একার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সামাজিক উৎসাহ। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দল সরকার গঠনের পর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ইশতেহারের বিষয়টি কিছুদিন পরে ভুলে যাবে। তিনি বলেন, যাই হোক না কেন দীর্ঘ সময় নিয়ে হলেও দেশেকে নিরক্ষরমুক্ত করা এবং প্রকৃত ভর্তির হার শতভাগে নিয়ে আসা উচিত।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত বয়স্ক সাক্ষরতার কার্যক্রমের মান চিত্রায়ন হয়নি। জাতীয় মান চিত্রায়নের মাধ্যমে অনুন্নত অঞ্চল, সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী, কার্যক্রমের কার্যকরিতা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভৌগোলিক ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিক পরিসীমায়ন জেনে সরকারের এ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।